কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং১২.০০.০০০০.০৩০.৪০.১৭৮.১৮-১১১ তারিখঃ ০৪/০৪/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয় : "সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক" কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

"সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি"র এক সভা কমিটির আহবায়ক ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি'এর সভাপতিত্বে ২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

৪।৪।১৮

(শেখ বদিউল আলম)
উপ-প্রধান
ফোন-৯৫৪০৬০৬

বিতরণ ঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

১। জনাব আমির হোসেন আমু, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার, মাননীয় হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।
৩। জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, মাননীয় সংসদ সদস্য, পাবনা-৩ ও সভাপতি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
৪। জনাব মোঃ আব্দুল হাই, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঝিনাইদহ-২।
৫। বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি, মাননীয় সংসদ সদস্য, মুন্সিগঞ্জ-২।
৬। জনাব ছবি বিশ্বাস, মাননীয় সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-১।
৭। বেগম আমাতুন কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য, মহিলা আসন-২৮।
৮। সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, জ্বালানি বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১২। সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
১৪। চেয়ারম্যান, বিএডিসি, কৃষি ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১৫। চেয়ারম্যান, বিসিআইসি, বিসিআইসি ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৬। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৭। নির্বাহী পরিচালক (বৈদেশিক মুদ্রানীতি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
১৮। চেয়ারম্যান, বিএফএ, আলরাজি কমপ্লেক্স (৬ষ্ঠ তলা), সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ
১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়,শিল্প ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

"সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি"র ২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত
সভার কার্যবিবরণী

১.০। সভার সভাপতি : বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়।

২.০। সভার তারিখ ও সময় : ২৮ মার্চ ২০১৮; সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

৩.০। সভার স্থান : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

৪.০। সভায় উপস্থিতির তালিকা : পরিশিষ্ট-ক সদয় দ্রষ্টব্য

৫.০ । আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

৫.১। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি, শিল্প মন্ত্রণালয়ের মানননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি এবং উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভার আলোচ্য বিষয় সভায় উপস্থাপনের জন্য সিনিয়র সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়কে আহবান করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ সারের বর্তমান মজুদ পরিস্থিতি পর্যালোচনাসহ আগামী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সারের চাহিদা নির্ধারণ ও সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনান্তে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। অতঃপর তিনি সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (এফএমএম) জনাব মো: আবুবকর সিদ্দিক'কে অনুরোধ করেন। জনাব সিদ্দিক জানান যে, বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। এ পর্যায়ে সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর যুগ্ম-সচিব (এফএমএম) বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

৫.২। সভায় চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাসায়নিক সারের উৎপাদন, আমদানি ও বিক্রয় পরিস্থিতি উপস্থাপনপূর্বক যুগ্ম-সচিব (এফএমএম) সভাকে অবহিত করেন যে, ইউরিয়া, টিএসপি ও ডিএপি সারের উৎপাদনসহ ইউরিয়া সারের আমদানি বিসিআইসি এককভাবে করে থাকে। তাছাড়া বিএডিসি রাষ্ট্রীয় চুক্তির মাধ্যমে এবং বেসরকারী পর্যায়ে আমদানিকারকগণ নন-ইউরিয়া সার আমদানি করে। এরপর তিনি চলমান ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ১ জুলাই ২০১৭ হতে ২৫ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ইউরিয়া, টিএসপি ও ডিএপি সারের সংগ্রহ ও বিতরণ পরিস্থিতি নিম্ন ছকে উপস্থাপন করেন :

(লক্ষ মে. টন)

সারের নাম	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চাহিদা	০১/০৭/২০১৭ তারিখে প্রারম্ভিক মজুদ	২৫/০৩/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত উৎপাদন	২৫/০৩/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত আমদানি	২৫/০৩/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিক্রয়/ব্যবহার (লক্ষ মে.টন)	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্ভাব্য সর্বমোট সার ব্যবহার
ইউরিয়া	২৫.০০	৯.৬৫	৭.০৫	১৩.৬১	২১.৬৫	২৪.৪৫
টিএসপি	৬.৫০	১.৪৪	০.৭৩	৬.৪৮	৫.৬২	৬.৭৫
এমওপি	৮.৫০	১.৪৫	-	৮.১৩	৬.৬৯	৭.৭৫
ডিএপি	৮.৫০	১.০২	০.৪৪	৬.৪৮	৬.১৬	৭.২৫

৫.৩। অত:পর চেয়ারম্যান, বিসিআইসি ইউরিয়া সারের সার্বিক পরিস্থিতি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, সদ্যসমাপ্ত পিকসিজনে সার কারখানাসমূহে গ্যাস প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা এবং বন্দরে জাহাজ-জটের কারণে সার আমদানিতে জটিলতা সত্ত্বেও কৃষকদের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন জেলায় সার সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, সার কারখানায় গ্যাস সংযোগ থাকলে সার সরবরাহে তেমন বেগ পেতে হয় না। কারণ সার আমদানিতে সময় যেমন বেশী প্রয়োজন তেমনি বন্দরে সার খালাসে অবকাঠামোগত অসুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। বন্দরের অবকাঠামোগত অসুবিধার কারণে জাহাজ ভাড়াও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আগামী অর্থ বছরে সার কারখানায় গ্যাস সংযোগের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই মর্মে মত ব্যক্ত করেন।

৫.৪। যুগ্ম-সচিব (এফএমএম) বর্তমান অর্থবছরে সারের ব্যবহার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানান যে, চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ২১.৬৬ লক্ষ মে. টন ইউরিয়া, ৫.৬২ লক্ষ মে. টন টিএসপি, ৬.৬৯ লক্ষ মে. টন এমওপি এবং ৬.১৬ লক্ষ মে. টন ডিএপি সার ব্যবহার হয়েছে। সার ব্যবহারের ধারা (trend) অনুসারে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত যে পরিমাণ সার ব্যবহার হতে পারে তার চিত্র নিম্নরূপঃ

সারের নাম	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চাহিদা (লক্ষ মে.টন)	২৫/০৩/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিক্রয়/ব্যবহার (লক্ষ মে.টন)	সার বিক্রয় ধারা অনুসারে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্ভাব্য সর্বমোট সার বিক্রয়ের/ব্যবহারের পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)
ইউরিয়া	২৫.০০	২১.৬৬	২৪.৪৫
টিএসপি	৭.৫০	৫.৬২	৬.৭৫
এমওপি	৮.০০	৬.৬৯	৭.৭৫
ডিএপি	৭.৫০	৬.১৬	৭.২৫

৫.৫। এ পর্যায়ে আগামী ফসল উৎপাদন মৌসুমসমূহে ব্যবহারের জন্য রাসায়নিক সারের চাহিদা নির্ধারণ করা প্রয়োজন মর্মেও তিনি সভাকে অবহিত করেন এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সারের চাহিদা নির্ধারণের সুবিধার্থে বিগত পাঁচ বছরে সারের চাহিদা ও ব্যবহার পরিস্থিতি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ :

(লক্ষ মে. টন)

সারের নাম	২০১২-১৩		২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭	
	চাহিদা	ব্যবহার	চাহিদা	ব্যবহার	চাহিদা	ব্যবহার	চাহিদা	ব্যবহার	চাহিদা	ব্যবহার
ইউরিয়া	২৫.০০	২২.৪৭	২৬.৫০	২৪.৬২	২৭.০০	২৬.৩৯	২৮.০০	২২.৯১	২৫.০০	২৩.৬৫
টিএসপি	৭.০০	৬.৫৪	৬.৭৫	৬.৮৫	৭.২৫	৭.২২	৭.২৫	৭.৩০	৭.৫০	৭.৪০
এমওপি	৮.৭০	৫.৭১	৮.০০	৫.৭৬	৭.০০	৬.৪০	৭.৫০	৭.২৭	৮.০০	৭.৭৯
ডিএপি	৬.০০	৪.৩৪	৬.৫০	৫.৪৩	৬.৭৫	৫.৯৭	৭.০০	৬.৩৮	৭.৫০	৬.৫৯

৫.৬ সারের বাৎসরিক চাহিদা নিরূপণ বিষয়ে তিনি সভাকে আরো অবহিত করেন যে, প্রতিবছর সারের চাহিদা নির্ধারণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরীপের ভিত্তিতে আগামী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাসায়নিক সারের চাহিদা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। উক্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাসহ সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) জনাব মো: সিরাজুল হায়দার এনডিসি'এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিগত ২৮/০২/২০১৮ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন সমন্বয়ে "সারের চাহিদা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির" সুপারিশ সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক বিগত বছরসমূহে সারের ব্যবহার, সারের মূল্য, শস্য আবাদের ধরণ এবং নিবিড়তা, মাটির স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক আগামী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সারের চাহিদা ও বিভাজন প্রস্তাব বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ সুপারিশ করা হয়েছে ঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য সার ভিত্তিক বাৎসরিক চাহিদা *(লক্ষ মে. টন)*

ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এমওপি	এমএপি	এনপিকেএস	জিপসাম	জিংক সালফেট	এ্যামোনিয়াম সালফেট	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	বোরন
২৫.৫০	৭.০০	৯.০০	৮.৫০	০.৩০	০.৫০	৩.০০	১.০	০.১০	০.৮০	০.৪০

৫.৬.১ এ পর্যায়ে সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সভাকে জানান যে, বিগত দুই বছরসহ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সারের ব্যবহার ধারা (Trend) পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কৃষিসহ অকৃষিখাতে ইউরিয়ার ব্যবহার সংযোজন হওয়ায় ইউরিয়া সারের ব্যবহার কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ঝুঁকি পরিহারের লক্ষ্যে আগামী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৫.৫০ লক্ষ মে. টন ইউরিয়ার চাহিদা নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া ডিএপি সারের ব্যবহারও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিএপি সারের চাহিদা গত বছরের তুলনায় ০.৫০ লক্ষ মে. টন বৃদ্ধি করে ৯.০০ লক্ষ মে. টন করা যেতে পারে মর্মেও তিনি মত ব্যক্ত করেন। সে বিবেচনায় সারের চাহিদা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রনয়ন সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করা যায় মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করলে সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৫.৬.২ অত:পর সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ বিষয়ে সভায় উপস্থিত জ্বালানি বিভাগের সচিব জনাব নাজিম উদ্দিন চৌধুরী সভাকে জানান যে, সার কারখানায় যে মূল্যে গ্যাস সরবরাহ করা হয় তা গ্যাসের সংগ্রহ মূল্যের চেয়ে অনেক কম। সংগ্রহ মূল্যের কমে গ্যাস সরবরাহ করা হলেও জ্বালানি বিভাগ এ খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ/ভর্তুকি পায় না। ফলে পেট্রোবাংলাকে গ্যাস সরবরাহখাতে লোকসান গুনতে হচ্ছে। তাছাড়া এ বছর বিদেশ হতে এলএনজি আমদানি করে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হবে। ফলে গ্যাস সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। দেশীয় গ্যাস এবং আমদানিতব্য এলএনজি গ্যাস সংমিশ্রণে প্রতি এমএমসিএফ গ্যাসের সংগ্রহ মূল্য দাঁড়াবে ১৪.০০ টাকার অধিক। সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে পেট্রোবাংলা কোন লাভ/মুনাফা করতে চায় না। শুধুমাত্র গ্যাসের সংগ্রহ মূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিত হলেই পেট্রোবাংলা সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। বিসিআইসি গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করে সংগ্রহমূল্য পর্যায়ে পরিশোধ করতে সম্মত হলে সার-কারখানায় গ্যাস সরবরাহে কোন অসুবিধা হবে না। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিসিআইসি সভাকে অবহিত করেন যে, সার উৎপাদনে কোন ভর্তুকি না থাকায় অতিরিক্ত ব্যয়ে গ্যাস সংগ্রহ করলে সার কারখানাসমূহ অর্থ সংকটে পড়বে। এ পর্যায়ে সভার সভাপতি অর্থ বিভাগের প্রতিনিধির বক্তব্য আহবান করলে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, উচ্চমূল্যে/সংগ্রহ মূল্যে গ্যাস সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গেলে তা মাননীয়

অর্থমন্ত্রীর সাথে আলোচনাক্রমে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত মাননীয় শিল্পমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কোন উপায়ে/মূল্যে সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করা হবে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী, মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। সভার সদস্যগণ মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর প্রস্তাবের সাথে সহমত পোষণ করেন এবং অতিদ্রুত শিল্প মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে মর্মেও সভায় ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

৫.৬.৩ অত:পর চেয়ারম্যান বিসিআইসি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ইউরিয়া সারের সংগ্রহ পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরবরাহযোগ্য ২৫.৫০ লক্ষ মে. টন ইউরিয়া সারের মধ্যে গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিসিআইসি নিজস্ব কারখানায় ১০.০ লক্ষ মে. টন উৎপাদন করবে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় চুক্তির মাধ্যমে বহি:বিশ্ব হতে ৮.১০ লক্ষ মে. টন এবং কাফকো, বাংলাদেশ হতে ৩.০০ লক্ষ মে. টন আমদানি করা হবে। অবশিষ্ট ৪.৪০ লক্ষ মে. টন সার সংগ্রহের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় চুক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা বর্তমান চুক্তিতে বিদ্যমান ঐচ্ছিক লটের সার আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । প্রয়োজনে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমেও ইউরিয়া সার আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে চেয়ারম্যান, বিসিআইসি সভাকে অবহিত করেন।

৫.৬.৪ এ পর্যায়ে সভায় ভর্তুকির আওতাভুক্ত সারের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক চাহিদার বিভাজন প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নরূপ :

(পরিমান লক্ষ মে.টন)

সারের নাম	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্ভাব্য চাহিদা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আমদানিতব্য/উৎপাদনযোগ্য সারের পরিমাণ			মন্তব্য
		বিএডিসি	বিসিআইসি	বেসরকারী	
ইউরিয়া	২৫.৫০	-	উৎপাদন-১০.০০ (সম্ভাব্য) আমদানি-১৫.৫০ (সম্ভাব্য)	-	উৎপাদনের পরিমাণ কম-বেশী হলে আমদানির পরিমাণ কম-বেশী হবে। বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিআইসির নিকট সম্ভাব্য ৮.০০ লক্ষ মে.টন ইউরিয়া সার মজুদ রাখতে হবে।
টিএসপি	৭.০০	৩.৭৫	০.৭৫	২.৫০	বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট সম্ভাব্য ১.৫০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখতে হবে।
ডিএপি	৯.০০	৪.০০	১.০০	৪.০০	বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট সম্ভাব্য ১.৫০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখতে হবে।
এমওপি	৮.৫০	৫.৫০	-	৩.০০	বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট সম্ভাব্য ১.৫০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখতে হবে।
এমএপি	০.৩০	-	-	০.৩০	-

আমদানিতব্য সারের শিপিং টলারেন্স (সর্বোচ্চ ±১০%) বিবেচনায় নিয়ে প্রকৃত আমদানিকৃত সার ভর্তুকির অন্তর্ভুক্ত হবে মর্মেও ২৮/০২/২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সারের চাহিদা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির সভায় সুপারিশ করা হয় মর্মেও সভাকে অবহিত করা হয়।

৫.৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ) জানান যে, ইউরিয়া সার পরিবহণে ঠিকাদারদের বিল প্রদানে বিলম্বসহ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক তাদেরকে হয়রানির বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন এবং দ্রুত বিল পরিশোধের অনুরোধ জানান। তিনি প্রতিবছরের ন্যায় এপ্রিল হতে জুন ২০১৮ সময়কাল সার ব্যবহারে অফ-সিজন হওয়ায় এ সময়কালে ডিলারদের ইউরিয়া সার উত্তোলন ঐচ্ছিক করার বিষয়ে সভার সভাপতি এবং সভায় উপস্থিত মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে সার আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধিসহ স্থানীয় ব্যয়খাতে খরচ যৌক্তিকীকরণের জন্য পরিচালক, বিএফএ অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মত ব্যক্ত করেন।

৬। **সিদ্ধান্ত**ঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

৬.১) সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং কর্মকর্তাগণের সভা আহবানের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় উদ্যেগ গ্রহণ করবে।

৬.২) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য রাসায়নিক সারের নিম্নোক্ত পরিমাণ চাহিদা নির্ধারণ করা হলো : *(লক্ষ মে.টন)*

ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এমওপি	এমএপি	এনপিকেএস	জিপসাম	জিংক সালফেট	এ্যামোনিয়াম সালফেট	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	বোরন
২৫.৫০	৭.০০	৯.০০	৮.৫০	০.৩০	০.৫০	৩.০০	১.০	০.১০	০.৮০	০.৪০

৬.৩) ভর্তুকির আওতাভুক্ত সারের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নিম্নরূপ বিভাজন অনুমোদন করা হলো :

(লক্ষ মে.টন)

সারের নাম	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্ভাব্য চাহিদা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আমদানিতব্য/উৎপাদনযোগ্য সারের পরিমাণ			মন্তব্য
		বিএডিসি	বিসিআইসি	বেসরকারী	
ইউরিয়া	২৫.৫০	-	উৎপাদন-১০.০০ (সম্ভাব্য) আমদানি-১৫.৫০ (সম্ভাব্য)	-	উৎপাদনের পরিমাণ কম-বেশী হলে আমদানির পরিমাণ কম-বেশী হবে। বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিআইসি প্রায় ৮.০০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখবে।
টিএসপি	৭.০০	৩.৭৫	০.৭৫	২.৫০	বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট সম্ভাব্য ১.৫০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখবে।
ডিএপি	৯.০০	৪.০০	১.০০	৪.০০	বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট সম্ভাব্য ১.৫০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখবে।
এমওপি	৮.৫০	৫.৫০	-	৩.০০	বছর শেষে নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট সম্ভাব্য ১.৫০ লক্ষ মে.টন সার মজুদ রাখবে।
এমএপি	০.৩০	-	-	০.৩০	-

৬.৪) অনুমোদিত চাহিদার ভিত্তিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাসায়নিক সারের খাতভিত্তিক এবং জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক বিভাজন করবে।

৬.৫) সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আমদানিযোগ্য সারের শিপিং টলারেন্স (সর্বোচ্চ ±১০%) বিবেচনায় নিয়ে প্রকৃত আমদানিকৃত সার ভর্তুকির অন্তর্ভুক্ত করা হবে ।

৭। পরিশিষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মতিয়া চৌধুরী
2.8.2018

(মতিয়া চৌধুরী)
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
ও
আহবায়ক
সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি

“সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি”র ২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখ, বুধবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভার সদস্যগণের উপস্থিতি

ক্রমিক নং	নাম/পদবী, দপ্তর/সংস্থা	স্বাক্ষর	ফোন/মোবাইল নং
১	জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার, মাননীয় হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।		
২	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন মাননীয় সংসদ সদস্য, পাবনা-৩ ও সভাপতি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি		
৩	জনাব মোঃ আব্দুল হাই, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঝিনাইদহ-২		
৪	বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি, মাননীয় সংসদ সদস্য মুন্সিগঞ্জ-২।		
৫	জনাব ছবি বিশ্বাস, মাননীয় সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-১।	[signature]	০১৭১১৭৪৫৫৩৫৩
৬	বেগম আমাতুন কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য মহিলা আসন-২৮।		
৭	সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	[signature]	
৮	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। পক্ষে শেখ মোহাম্মদ সলিমউল্লাহ যুগ্মসচিব	[signature] ২৮/৩/১৮	০১৭১৫৫৯০৬০০
৯	সচিব,জ্বালানি বিভাগ, বিদ্যুৎ,জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	[signature] 28/৩/১৮	০১৭৩১-৩২৭০৪
১০	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	[signature] ২৮.০৩.২০১৮	০১৭০৭৬৭৪৬৭৮
১১	সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	পক্ষে [signature] ২৮/০৩/২০১৮	০১৭১৮-৭২৬১১৯৬
১২	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা	[signature]	01777701211
১৩	চেয়ারম্যান, বিএডিসি, কৃষি ভবন দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।	[signature]	
১৪	চেয়ারম্যান, বিসিআইসি, বিসিআইসি ভবন দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।	[signature] ২৮.৩.১৮	01777332731
১৫	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।	[signature] 28/3/18	01713-063569
১৬	নির্বাহী পরিচালক (বৈদেশিক মুদ্রানীতি) বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।	পক্ষে, [signature] 28/3/18	০১৭৪২১০২০৫৫
১৭	চেয়ারম্যান, বিএফএ, আলরাজি কমপ্লেক্স (৬ষ্ঠ তলা), সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, পুরানা পল্টন, ঢাকা।	[signature] 28-03-2018	01711562019

"সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি"র ২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখ, বুধবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সহায়ক কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি

ক্রমিক নং	নাম/পদবী, দপ্তর/সংস্থা	স্বাক্ষর	ফোন/মোবাইল নং
১৮	মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুম (অতিঃ দায়িত্ব) [illegible], কাস্টমস, BCIC	[signature] ২৮/৩/১৮	01718769482
১৯	মোঃ মঞ্জুর [illegible] GM (MKT), BCIC	[signature]	01550043931
২০	মোঃ আব্দুল হান্নান, পরিচালক [illegible], বি, এডি	[signature]	01715649775
২১	মোঃ সাইফুল ইসলাম [illegible]	[signature]	01550043952
২২	মোঃ হাবিবুর রহমান	[signature]	01[illegible]1218233
২৩	সাইফুদ্দিন মাহমুদ [illegible]	[signature]	01819316821
২৪			
২৫			
২৬			
২৭			
২৮			
২৯			
৩০			
৩১			
৩২			